পরীক্ষা বিভাগ : ০১৮৭৭৩৮৫৯৪৬, ০১৭১৬২৯৯৪৪৪, E-mail: wifaqbd@gmail.com

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

৪৭তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা–১৪৪৫ হিজরি/১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২০২৪ ঈসাব্দ

খাতা দেখার নিয়মাবলি

খাতা দেখার কাজটি উলুমে নবুওয়াতের হেফাজত ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অপরিহার্য একটি দ্বীনি আমানত ও জাতীয় দায়িত্ব। অতএব, এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা একান্ত কর্তব্য।

০১। পরীক্ষকদের সর্বপ্রথম কাজ হলো হাশিয়া ও শুরুহাত দেখে প্রশ্নের উত্তরসমূহ ঠিক (حل) করে একটি 'নমুনা উত্তরপত্র' তৈরি করে তার আলোকে খাতা দেখা; মুখস্থ বিদ্যা বা কেবল স্মৃতিশক্তির ওপর ভিত্তি করে খাতা না দেখা।

০২। **খাতা দেখার পদ্ধতি :** প্রশ্নের ক্রমানুসারে অর্থাৎ সব খাতার একটি প্রশ্ন, পরে সব খাতার অপর একটি প্রশ্ন, এভাবে সব প্রশ্ন দেখতে হবে। এক খাতার সব প্রশ্ন দেখে অপর এক খাতার সব প্রশ্ন দেখার চেয়ে উল্লিখিত পন্থায় খাতা দেখা সঠিক নম্বর প্রদান ও তাওয়াযুন ঠিক রেখে নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী এবং পরীক্ষকের দেমাগের প্রসন্নতার জন্য অধিক সহায়ক। এ পদ্ধতিটি অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের পরীক্ষিত পদ্ধতি।

০৩। প্রত্যেক বিষয়ে/কিতাবের মোট নম্বর হবে ১০০। কোনো কোনো প্রশ্নপত্রে দুই বিষয়/কিতাবের জন্য সংযুক্তরূপে ১০০ নম্বর হবে। ফযীলত, সানাবিয়া উলইয়া ও মুতাওয়াসসিতাহ মারহালাসমূহে প্রতি বিষয়/কিতাবে ৫টি করে প্রশ্ন থাকবে, তা থেকে উত্তর দিতে হবে কেবল ৩টি প্রশ্নের।

ব্যতিক্রম :

- ফযীলত মারহালার শরহুল আকাঈদের সাথে "আল-ফিরাকুল বাতিলা"-এর পরীক্ষা নেওয়া হবে। শরহুল আকাঈদ কিতাব হতে ৪টি প্রশ্ন হবে, তা থেকে ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। "আল-ফিরাকুল বাতিলা" হতে ২টি প্রশ্ন হবে, তা থেকে ১টির উত্তর দিতে হবে।
- মুতাওয়াসসিতাহ মারহালার বাংলা-৭ম বিষয়ে ১ম পত্রে (সাহিত্য) মূল ৩টি প্রশ্নের ১ম প্রশ্নের ৫টি উপপ্রশ্ন হতে ৩টি, ২য় প্রশ্নের ৩টি উপপ্রশ্ন হতে ২টি এবং ৩য় প্রশ্নের ৬টি উপপ্রশ্ন হতে ৪টির উত্তর দিতে হবে। ২য় পত্রে (ব্যাকরণ) ৬টি প্রশ্নের ১ম-টি হবে আবশ্যক। এটি ছাড়া আরো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
- ইবতিদাইয়্যাহ মারহালার সকল বিষয়ে/কিতাবে ১২/১৩/১৪টি করে প্রশ্ন থাকবে। তা থেকে ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে বাংলা বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম থাকবে।

০৪। নম্বর বণ্টনের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে–

- ফযীলত মারহালার বায়যাবী শরীফ, শরহুল আকাঈদ, হিদায়া-৩য় খণ্ড, হিদায়া-৪র্থ খণ্ড ও নুযহাতুন নাযার ফি তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার কিতাবসমূহে আরবিতে উত্তর প্রদানের জন্য ৪ নম্বর এবং সুন্দর উপস্থাপনা ও লেখার জন্য ৩ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। অবশিষ্ট ৯৩ নম্বর ৩ প্রশ্নে ৩১ করে বণ্টিত হবে।
- ফযীলত মারহালার মিশকাত শরীফ-১ম, মিশকাত শরীফ-২য় ও তাহরীকে দারুল উলূম দেওবন্দ কিতাবসমূহে সুন্দর উপস্থাপনা ও লেখার জন্য ৪ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। অবশিষ্ট ৯৬ নম্বর ৩ প্রশ্নে ৩২ করে বণ্টিত হবে।
- সানাবিয়া উলইয়া মারহালার শরহুল বিকায়া, নূরুল আনওয়ার, মুখতাসারুল মা'আনী ও সিরাজী কিতাবসমূহে আরবিতে উত্তর প্রদানের জন্য ৪ নম্বর এবং সুন্দর উপস্থাপনা ও সুন্দর লেখার জন্য ৩ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। অবশিষ্ট ৯৩ নম্বর ৩ প্রশ্নে ৩১ করে বণ্টিত হবে ।
- সানাবিয়া উলইয়া মারহালার আল-মাকামাতুল হারীরিয়্যাহ, তরজমাতুল কুরআন ও আত্তরীক ইলাল ইনশা কিতাবসমূহে সুন্দর উপস্থাপনা ও লেখার জন্য ৪ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। অবশিষ্ট ৯৬ নম্বর ৩ প্রশ্নে ৩২ করে বণ্টিত হবে।
- মুতাওয়াসসিতাহ মারহালার বাংলা-৭ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়/কিতাবে সুন্দর উপস্থাপনা ও সুন্দর লেখার জন্য ৪ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। অবশিষ্ট ৯৬ নম্বর ৩ প্রশ্নে ৩২ করে বণ্টিত হবে।
- মুতাওয়াসসিতাহ মারহালার বাংলা-৭ম (সাহিত্য সওগাত ও ব্যাকরণ) প্রশ্নে সুন্দর উপস্থাপনা ও সুন্দর লেখার জন্য কোনো নম্বর বরাদ্দ থাকবে না।
- ইবতিদাইয়্যাহ মারহালার কোনো বিষয়/কিতাবে সুন্দর উপস্থাপনা ও লেখার জন্য কোনো নম্বর বরাদ্দ থাকবে না।

০৫। মুতাওয়াসসিতাহ ও ইবতিদাইয়্যাহ মারহালাদ্বয়ের খাতায় বানান ও ভাষার ভুল ধর্তব্য হবে না। এর ওপরের মারহালাসমূহে প্রতি ১০টি বানান ভুলে ১ নম্বর কাটা যাবে।

০৬। নম্বর যোগ করা এবং নম্বর তোলা অবশ্যই খুব ঠাণ্ডা মাথায় সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে করতে হবে।

০৭। প্রশ্নের খণ্ডিত (আলিফ, বা, জীম/ক, খ, গ ইত্যাদি) অংশগুলোর নম্বর পৃথকভাবে দিতে হবে এবং সতর্কতার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

০৮। ফলাফলের পরিপূর্ণ সুষ্ঠুতার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর প্রতিটি খাতার প্রতিটি উত্তরের খণ্ডিত (উপ) অংশসমূহ দেখা, নম্বর প্রদান করা, নম্বর যোগ করা, যোগ করা নম্বর খাতার মলাটে তোলা এবং নম্বরপত্রে নির্ভুলভাবে উঠানো—এ সকল বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসবই মুমতাহিনদের তাকওয়াবান্ধব কর্তব্য ও আমানতদারির অংশ।

০৯। প্রত্যেক প্রশ্নের প্রাপ্ত নম্বর খাতার ১ম পৃষ্ঠার ফলাফলের বিবরণ অংশে যথাক্রমিকে লিখে যোগ করে সর্বমোট নম্বর নিচে অঙ্কে ও কথায় লিখতে হবে। কোথাও কোনো খণ্ডিত নম্বর (ভগ্নাংশ) না দিয়ে পূর্ণ নম্বর দিতে হবে। পরীক্ষকের নামের ঘরে স্পষ্ট করে নাম লিখতে হবে।

১০। সাধারণ পাশের বিভাগ (মাকবুল বা তৃতীয় বিভাগ) ৩৫%।

১১। কাছাকাছি অধিক নম্বর প্রাপ্ত খাতাগুলো বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পুনরায় দেখা বাঞ্ছনীয়।

১২। খাতায় ভুল চিহ্নিত করে দিতে হবে। ভুলের নিচে লাল দাগ দিবেন। লাল ছাড়া অন্য কোনো কালি দিয়ে খাতা দেখা ও দাগ দেওয়া যাবে না। ভুল অংশ কাটার ক্ষেত্রে কখনই সম্পূর্ণ বাক্যটি কাটবেন না বা সর্বত্র দাগ দিবেন না।

১৩। নাহব ও সরফের খাতা কিতাবভিত্তিক না দেখে শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞানবৃদ্ধি ও সৃজনশীলতার স্বার্থে যথাসাধ্য বিষয়ভিত্তিক দেখতে হবে।

১৪। খাতা দেখার সময় নম্বর প্রদানে ভারসাম্য (توازن)-এর প্রতি অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে।
১৫। তাহকীকী নযর, গভীর দৃষ্টি ও সতর্কতার সঙ্গে খাতা দেখতে হবে। প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে খাতা দেখতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না।
১৬। ভুল উত্তরে নম্বর প্রদান করা এবং সঠিক উত্তরে নম্বর না দেওয়া খুবই আপত্তিকর।
১৭। ঢালাওভাবে নম্বর দেওয়া, অতিরিক্ত উদারতা প্রদর্শন করা, বিশেষ করে ভালো খাতায় নম্বর প্রদানে অধিক উদারতা অথবা অধিক কড়াকড়ি করা—এ ধরনের আবেগ বর্জন করতে হবে। খাতার মূল্যায়ন কাজটি পেশাদারিত্বের সৌন্দর্য্যমণ্ডিত (প্রফেশনাল) হওয়া কাম্য।
১৮। ঢালাওভাবে সকলকে সুন্দর লেখার নম্বর দেওয়া অথবা একেবারেই নম্বর না দেওয়া, আরবিতে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে নম্বর দেওয়া অথবা একেবারেই না দেওয়া খুবই আপত্তিকর। এসব ক্ষেত্রে নিরাবেগ ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকতে হবে।
১৯। খাতাসমূহের রোলের তারতিব (ক্রমবিন্যাস) অবশ্যই করতে হবে। তারতিব না করা হলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা 'সম্মানী' হতে কর্তন করা হবে। একাধিকবার এরকম কাজ করলে ভবিষ্যতে খাতা দেওয়া হবে না।
২০। নম্বরপত্রে ফেল নম্বর চিহ্নিত করতে হবে। সমগ্র নম্বরপত্র শুধু কালো বা শুধু লাল কালি দিয়ে লিখবেন না; বরং উত্তীর্ণ নম্বরসমূহ কালো কালি দিয়ে এবং অনুত্তীর্ণ (ফেল) নম্বরগুলো লাল কালি দিয়ে লিখবেন।
২১। খাতায় পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা যাবে না।
২২। নম্বরপত্রে কিতাব ও মুমতাহিনের নাম স্পষ্ট করে লিখতে হবে।
২৩। খাতা অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে গ্রহণ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে ফেরত দিতে হবে।
২৪। দস্তখতের মাধ্যমে খাতা গ্রহণ করতে হবে এবং রসিদ প্রাপ্তির মাধ্যমে খাতা জমা দিতে হবে।
২৫। খাতার সঙ্গে বিল ভাউচার থাকবে। তা পূরণ করে খাতার প্যাকেটের সঙ্গে অবশ্যই জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে এর ফটোকপি/অনুলিপি নিজের কাছে রাখতে পারেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে খাতা দেখার বিল পাঠানো হবে। সেক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম, নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম এবং রাউটিং নম্বর লিখতে হবে। বিকাশের মাধ্যমে নিতে চাইলে বিকাশ নম্বর দিতে হবে।
২৬। **খাতা দেখার সম্মানী ভাতা ফলাফল প্রকাশের পর দেওয়া হবে।**
২৭। যদি কোনো পরীক্ষকের খাতা পুনরায় দেখতে হয়, তাহলে তিনি কোনো সম্মানী ভাতা পাবেন না।
২৮। খাতার হেফাযত ও গোপনীয়তা রক্ষা করা অপরিহার্য দ্বীনি দায়িত্ব। অতএব এ ব্যাপারে কঠোর ও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। দায়িত্বহীনতা বা অবহেলাজনিত কোনো কাজ যেন কখনো না হয়, সে ব্যাপারে সদা সজাগ থাকতে হবে।
২৯। নম্বরপত্রে নম্বর উঠানোর পূর্বে খাতাগুলো রোল নম্বরের ক্রমিক অনুসারে সাজিয়ে তারতিব (সিরিয়াল) করে নিতে হবে এবং রোল নম্বরের ক্রমিক অনুসারে অঙ্কে নম্বর তুলতে হবে। কথায় বা আরবিতে উঠানো যাবে না। খাতার প্যাকেটেও তারতিব ঠিক রাখতে হবে। 'প্রাপ্ত নম্বর' ঘরের বাম পাশ ঘেঁষে নম্বরগুলো নির্ভুলভাবে লিখতে হবে। নম্বরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে কিতাবের নাম লিখতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠার নিচে স্পষ্ট অক্ষরে দস্তখত করতে হবে।
৩০। কোনো রোল নম্বর ডবল বা অস্পষ্ট হলে তা আলাদা করে বড় অক্ষরে লিখতে হবে এবং খাতাগুলো আলাদা করে রাখতে হবে।
৩১। খাতার সঙ্গে থাকবে প্রশ্নপত্র, নম্বরপত্র, খাতা দেখার নিয়মাবলি, বিল ভাউচার, খাতা বণ্টনপত্র ইত্যাদি।
৩২। খাতা দেখার সম্মানী ভাতার হার (প্রতি খাতা)– **ফযীলত : ২৫.০০ টাকা, সানাবিয়া উলইয়া : ২২.০০ টাকা, মুতাওয়াসসিতাহ : ১৭.০০ টাকা ও ইবতিদাইয়্যাহ : ১৫.০০ টাকা**।

পরীক্ষকদের খাতা দেখার পর নিরীক্ষণে নিম্নের বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে দেখা হয়
তাই বিশেষ গুরুত্বের সাথে খাতা দেখতে হবে

০১। নম্বর প্রদানে খাতা দেখার প্রধান শর্ত ভারসাম্য (توازن) রক্ষা করেননি।
০২। খাতা দেখা শুরু করার আগে উত্তরসমূহ ঠিক (حل) করে নেননি।
০৩। 'তাহকীকী নযর' গভীর দৃষ্টি ও সতর্কতার সঙ্গে খাতা দেখেননি।
০৪। খাতা দেখায় অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করেছেন।
০৫। সঠিক উত্তরে নম্বর দেননি।
০৬। ভুল উত্তরে নম্বর দিয়েছেন।
০৭। নম্বর প্রদানে প্রয়োজনাতিরিক্ত উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।
০৮। নম্বর প্রদানে অশোভনীয় পর্যায়ের কড়াকড়ি করেছেন।
০৯। সতর্কতার সঙ্গে নম্বর যোগ করেননি।
১০। সতর্কতার সঙ্গে নম্বর তুলেননি।
১১। সকলকে গড়ে সুন্দর হাতের লেখার নম্বর দিয়েছেন।
১২। আরবিতে উত্তর প্রদানের নম্বর ঢালাওভাবে দিয়েছেন।
১৩। আরবিতে উত্তর প্রদানের নম্বর দেননি।
১৪। খাতায় ভুল চিহ্নিত করেননি।
১৫। প্রশ্নের খণ্ডিত অংশের নম্বর আলাদা করে দেননি।
১৬। ভালো খাতায় অতিরিক্ত উদারতা দেখিয়েছেন।
১৭। দুর্বলদের প্রতি অধিক কড়াকড়ি করেছেন।
১৮। সুন্দর লেখার নম্বর দেননি।
১৯। খাতার সর্বত্র কালো/লাল কালি ব্যবহার করেছেন/দাগ দিয়েছেন।
২০। খাতায় পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন।
২১। খাতার তারতিব (ক্রম-বিন্যাস) করেননি।
২২। নম্বরপত্রে ফেল নম্বর চিহ্নিত করেননি।
২৩। নম্বরপত্রে স্পষ্ট করে নাম ও কিতাবের নাম লিখেননি।

তারিখ: ১৮/০৬/১৪৪৫ হিজরি
বেফাক দফতর

মাওলানা আবদুল জলিল ফারুকী
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক